

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে এই খুশীর খবর শোনাও যে এখন ডিটি (দৈবী) ডিনায়েস্টি (রাজস্ব) স্থাপন হচ্ছে, যখন ভাইসলেস(পাপমুক্ত) ওয়ার্ল্ড হবে তখন বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - রাবণের অভিশাপ কখন লাগে, শাপগ্রস্ত হওয়ার চিহ্ন কি?

*উত্তরঃ - যখন তোমরা দেহ- অভিমানী হও তখন রাবণের অভিশাপ লাগে। অভিশাপ গ্রস্ত আঘাত কাঙাল বিকারী হতে থাকে, নীচে নেমে যেতে থাকে। এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করার জন্য দেহী-অভিমানী হতে হবে। নিজের দৃষ্টি বৃত্তিকে পরিত্র করে তুলতে হবে।

ওম্ব শান্তি। আঘাতের পিতা বসে আঘা কৃপী বাচ্চাদের ৪৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছেন। এটা তো বোঝো যে সকলে তো ৪৪ জন্ম গ্রহণ করবে না। তোমরাই সর্বপ্রথমে সত্যযুগ ইত্যাদিতে পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলো। ভারতে প্রথমে পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্মেরই রাজ্য ছিলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো তো অবশ্যই ডিনায়েস্টি হবে। রাজ-পরিবারের বন্ধু-পরিজনও থাকবে। প্রজাও হবে। এটা হলো যেন এক কাহিনী। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এদের রাজ্য ছিলো - এটা স্মৃতিতে চলে আসে। ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিলো। এটা অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, যাকে একমাত্র নলেজফুল বলা যায়। নলেজ কোন জিনিসের? মানুষ মনে করে তিনি হলেন সকলের ভিতরকে, কর্ম বিকর্মকে জানেন। কিন্তু বাবা এখন বোঝান - প্রতিটি আঘাত নিজ-নিজ পার্ট প্রাপ্তি হয়েছে। সকল আঘা পরমধামে থাকে। আঘার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা থাকে। রেডি হয়ে বসে থাকে যেন গিয়ে কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট পালন করবে। এটাও তোমরা বোঝো যে আমরা আঘাত সব কিছু করি। আঘাই বলে এটা হলো টক, এটা হলো নোন্তা। আঘাই বুঝতে পারে - আমরা এখন বিকারী, পাপ আঘা। স্বভাব হলো আসুন্নিক। আঘাই এখানে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে শরীর ধারণ করে সমগ্র ভূমিকা পালন করে। তাই এটা সুনিশ্চিত করা উচিত, তাই না ! আমরা আঘাত সব কিছু করি। এখন বাবার সাথে মিলিত হয়েছি, আবার ৫ হাজার বছর পরে মিলিত হবো। এটাও বুঝতে পারো পূজ্য আর পূজারী, পবিত্র আর পতিত হতে থেকেছি। যখন পূজ্য হয় তো কেউ পতিত হতে পারে না। যখন পূজারী হয় তখন কেউ পবিত্র থাকতে পারে না। সত্যযুগে হলোই পবিত্র পূজ্য। যখন দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন সকলেই পতিত পূজারী হয়। শিববাবা বলেন- দেখো শক্ররাচার্যও হলো আমার পূজারী। আমাকে পূজা করে। শিবের চির কারোর কাছে হীরের, কারোর কাছে সোনার, কারোর কাছে কপার হয়। এখন যে পূজা করে, সেই পূজারীকে তো পূজ্য বলা যায় না। সমগ্র দুনিয়াতে এই সময় একজনও পূজ্য হতে পারে না। পূজ্য পবিত্র হয় তারপর অপবিত্র হয়। পবিত্র হয় নতুন দুনিয়াতে। পবিত্রই পূজিত হয়। যেমন কুমারী যখন পবিত্র থাকে তো পূজার যোগ্য থাকে, অপবিত্র হলে সকলের সামনে মাথা নত করতে হয়। পূজার কতো সামগ্রী হয়। যেখানেই প্রদশনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি খুলে, উপরে ত্রিমূর্তি শিব অবশ্যই চাই। নীচে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এইম অবজেক্ট। আমরা এই পূজ্য দেবী- দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। সেখানে আবার আর কোনো ধর্ম থাকে না। তোমরা বোঝাতে পারো, প্রদশনীতে তো ভাষণ ইত্যাদি করতে পারবে না। বোঝানোর জন্য আবার আলাদা ব্যবস্থা থাকা উচিত। মুখ্য ব্যাপারই হলো এই যে, আমরা ভারতবাসীদের খুশীর খবর শোনাই। আমরা এই রাজ্য স্থাপনা করছি। এটা ডিটি ডিনায়েস্টি ছিলো, এখন নেই, আবার এর স্থাপনা হচ্ছে আর সব বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে যখন এই এক ধর্ম ছিলো তো অনেক ধর্ম ছিলো না। এখন এই অনেক ধর্ম মিলেমিশে এক হয়ে যাবে, সেটা তো হতে পারে না। তারা আসেই একে অপরের পিছনে আর বৃক্ষি পেতে থাকে। প্রথম যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম তা প্রায় বিলুপ্ত। এমন কেউ নেই যে, নিজেকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলতে পারে। একে বলাই হয়ে থাকে ভিসস ওয়ার্ল্ড (পাপের)। তোমরা বলতে পারো - আমরা আপনাদের খুশীর খবর শোনাচ্ছি - শিববাবা ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড স্থাপন করছেন। আমরা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মা কুমার-কুমারী ! সর্বপ্রথম তো আমরা হলাম ভাই-ভাই, তারপর রচনা হলে তো অবশ্যই ভাই-বোন হবো। সকলে বলে - বাবা আমরা আপনার বাচ্চা হই বলে ভাই-বোনের ক্রিমিনাল আই (কুদৃষ্টি) যেতে পারে না। এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হতে হবে, তবেই পবিত্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। তোমরা জানো যে, গতি-সন্তুতি দাতা হলেনই একমাত্র বাবা। পুরাণে দুনিয়া কীভাবে ক্রিয়েট করেন, এটা তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন পুরাণে দুনিয়াও আছে, এটা কোথাও শেষ হয়নি। চিত্রতেও আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপন। বোঝানোর জন্য অকাট্য যুক্তি চাই। শিববাবা ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের আপন করেন। শরীরে প্রবেশ করে, তাই তো বলে - হে আঘাতা তোমরা হলে

আমার সন্তান। আঞ্চারা তো আছেই, আবার ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা হলে তো অবশ্যই ব্রহ্মা কুমার-কুমারী হবে, তাই না ! তো বোন-ভাই হয়ে গেল। অন্য দৃষ্টি চলে যায়। আমরা শিববাবার থেকে পবিত্র হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। রাবণের থেকে আমাদের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা দেহী-অভিমানী হচ্ছি বলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। দেহ-অভিমানী হওয়ার ফলে রাবণের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। অভিশাপ প্রাপ্ত হলে নীচে নামতে থাকে। এখন তো ভারত অভিশাপগ্রস্ত ! ভারতকে এতো কাঙাল বিকারী কে করেছে? কারোর তো অভিশাপ আছে নিশ্চয়ই। এটা হলো রাবণ ক্রপী মায়ার অভিশাপ। প্রতি বছর রাবণকে জ্বালিয়ে দেয় তো অবশ্যই শক্রই হবে ! ধর্মের মধ্যেই শক্তি নিহিত থাকে। এখন আমরা দেবতা ধর্মের হচ্ছি। বাবা হলেন নতুন ধর্মের স্থাপনা করার নিমিত্ত। কতো শক্তি সম্পন্ন ধর্ম স্থাপন করেন। আমরা বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করি, সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করি। স্মরণের যাত্রাতেই শক্তি প্রাপ্ত হয় আর বিকর্ম বিনাশ হয়। তাই এটাও এক পেস্টার লিখে দেওয়া উচিত। আমরা খুশীর খবর শেনাচ্ছি। এখন এই ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে যাকে হেভেন, স্বর্গ বলে। এমন বড় বড় শব্দে লিখে দাও। বাবা রায় দেন- সবচেয়ে মুখ্য হলো এইটা। এখন আদি সন্তান দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বসে আছেন। আমরা অর্থাৎ ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা শ্রীমত অনুযায়ী এই কার্য করছি। ব্রহ্মার মত নয়, শ্রীমত হলোই পরমপিতা পরমাত্মা শিবের, যিনি হলেন সকলের পিতা। একমাত্র বাবা এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ করেন। রাজযোগ শিখে এরকম হয়। আমরাও এই রকম হচ্ছি। আমরা অসীম জগতের সন্ন্যাস করেছি, কারণ জানি যে - এই পুরাণে দুনিয়া ভস্ত্ব হয়ে যাবে। যেমন পার্থিব জগতের পিতা নৃতন গৃহ তৈরী করলে পুরাণের প্রতি মায়া-মমতা চলে যায়। বাবা বলেন এই পুরাণে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমাদের জন্য নৃতন দুনিয়া স্থাপন করছি। তোমরা অধ্যয়ণ করোই নৃতন দুনিয়ার জন্য। অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা এই সঙ্গেই হয়ে থাকে। লড়াই বাঁধবে, ন্যাচারাল ক্যালেমিটিসও আসবে। সত্যবুঁগে যখন এদের রাজস্ব ছিলো তখন আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। বাকী সব কোথায় ছিলো? এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এমন না যে এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখলে অন্য কোনো কাজ করবে না, কত কিছুর খেয়াল রাখে। চিঠি লেখা, পড়াশুনা করা, বাড়ীর খেয়াল রাখা, তাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। বাবাকে স্মরণ না করলে তবে কীভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ছে, তোমরা অর্ধ-কল্পের জন্য পূজ্য হচ্ছো। অর্ধ-কল্প হলো পূজারী তমোপ্রধান আবার অর্ধ-কল্প পূজ্য সতোপ্রধান হয়। আঞ্চা পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ-যুক্ত হলেই পারশ হয়। স্মরণ করতে-করতে আয়রণ এজ থেকে গোল্ডেন এজে চলে যাবে। পতিত-পাবন একজনকেই বলা হয়। ক্রমশ এগোলে তোমাদের আওয়াজ বের হবে। এটা তো হলো সব ধর্মের জন্য। তোমরা বলেও থাকো - বাবা বলেন, পতিত-পাবন হলাম আমিহ। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এছাড়া সবাই হিসাবপত্র চুকিয়ে দিয়ে যাবে। কখনো যদি মুহ্যমান হয়ে পড়ো তবে জিজ্ঞাসা করতে পারো। সত্যবুঁগে হয়েই থাকে সামান্য জনসংখ্যা। এখন তো অনেক ধর্ম আছে। অবশ্যই হিসাবপত্র চুকিয়ে ফেলে ওইরকম হবে, যেমন ছিলো। ডিটেলে যাবো কেন! জানা আছে যে প্রত্যেকে এসে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করবে। এখন সকলকে ফিরে যেতে হবে। কারণ এই সব সত্যবুঁগে ছিলেই না। বাবা আসেনই এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ করতে। এখন নৃতন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। অবশ্যই আবার সত্যবুঁগ আসবে, অবশ্যই চক্র আবর্তিত হবে। এ সব বিষয়ে টু মাচ বিশদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, মূল কথা হলো আমরা সতোপ্রধান হলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো। কুমারীদের তো এতে লেগে পড়তে হবে, কুমারীদের উপার্জন মা - বাবা থায় না। কিন্তু আজকাল মানুষের লোভ বেড়ে গেছে বলে কুমারীদেরও উপার্জন করতে হয়। তোমরা বুঝতে পারো এখন পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। আমরা হলাম রাজযোগী, বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এখন তোমরা পান্ডব সেনার হয়েছো। নিজের উপার্জন করতে করতেও খেয়াল রাখতে হবে, আমরা গিয়ে সকলকে রাস্তা বলে দেবো। যত করবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। বাবার থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো - এই অবস্থায় মরে গেলে আমি কোন পদ প্রাপ্ত করবো? বাবা সাথে সাথে বলে দেবেন। সার্ভিস না করলে সাধারণ ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে, আবার এসে জ্ঞান নেবে - সে তো হলো মুশকিল, কারণ ছেটো বাচ্চা এতো জ্ঞান তো ধারণ করতে পারবে না। বোবো, বাকি ৩ - ৪ বছর থাকলে তবে কি পড়াশুনা করতে পারবে? বাবা বলে দেবেন তোমরা গিয়ে কোনো ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম নেবে। শেষের দিকে ডবল রাজমুকুট প্রাপ্ত হবে। স্বর্গের ফুল (সম্পূর্ণ) সুখ আস্বাদন করতে পারবে না। যারা ফুল সার্ভিস করবে, অধ্যয়ণ করবে তারাই ফুল সুখ আস্বাদন করবে। অন্ধের অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই আশাই রাখতে হবে - এখন না হতে পারলে তো কোনো কল্পে হতে পারা যাবে না। প্রত্যেকে নিজেকে জানতে পারে, আমি কত মার্কস পেয়ে পাশ করবো। সব জানতে পেরেও বলা হয় ভবিতব্য। ভিতরে-ভিতরে দৃঃখ হবে, তাই না ! বসে বসে আমার কি হয়ে গেলো! বসে বসে মানুষ মরেও যায়, সেইজন্য বাবা বলেন বিশ্বাম ক'রো না। পুরুষার্থ করে পতিত থেকে পবিত্র হতে থাকো, রাস্তা বলতে থাকো। কোনো মিত্র-পরিজন ইত্যাদি থাকলে তাদের উপর সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। দেখতে পাওয়া যায় এই বিকার ছাড়া, শৃণ্য থাওয়ার ছাড়া থাকতে

পারে না, তবুও বোঝাতে থাকা উচিত। না মানলে বুঝবে আমাদের কুলের নয়। প্রচেষ্টা করে বাপেরবাড়ী, শ্বশুরবাড়ীর কল্যাণ করতে হবে। এমন আচরণ যেন না হয় যে বলবে এ তো আমাদের সাথে কথও বলে না, মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। না, সবার সাথে জুড়ে থাকতে হবে। খুবই দয়ালু হয়ে থাকতে হবে। আমরা সুখের দিকে যাচ্ছি যখন অন্যান্যদেরও রাস্তা বলবো। অঙ্কের লাঠি তো হলে তোমরা, তাই না ! গাইতে থাকে, অঙ্কের লাঠি তুমি। চোখ তো সকলের আছে, তবুও ডাকে, কারণ জ্ঞানের ততীয় নেত্র নেই। শান্তি-সুখের রাস্তা বলে দিতে পারেন একমাত্র বাবা। এখন বাষ্পচারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আগে কি আর বুঝতে ! ভক্তি মার্গে কতো মন্ত্র জপ করে। রাম-রাম করতে করতে মাছকে খাওয়ায়, পিপড়েকে খাওয়ায়। এখন জ্ঞান মার্গে তো কিছুই করার দরকার নেই। পাথী তো অনেকই মরে যায়। একবার ঝড় হলেই কতো মরে যায়। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস তো এখন খুবই জোরে আসবে। এই রিহার্সাল হতে থাকবে। এই সবের বিনাশ হতেই হবে। ভিতরে-ভিতরে মনে হতে থাকে এখন আমি স্বর্গে যাবো। সেখানে নিজের ফার্স্ট ক্লাস মহল তৈরী করবো। যেমন পূর্ব কল্পে তৈরী করেছিলাম। তৈরী করবে, তবে তারাই করবে যারা পূর্ব কল্পে তৈরী করেছিল। ওই সময় সেই বুদ্ধি এসে যাবে। ওর চিন্তা এখন কেন করবে, এর থেকে তো বাবার স্মরণে থাকো। স্মরণের যাত্রাকে ভুলো না। মহল তো তৈরী হবেই পূর্ব কল্পের মতোন। কিন্তু এখন স্মরণের যাত্রাতে বিরতি বন্ধ রাখতে হবে আর খুবই খুশিতে থাকতে হবে যে আমাদের বাবা, টিচার, সম্মুক্ত প্রাপ্ত হয়েছে। এই খুশীতে তো রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা জানো যে আমরা এসেছিই অমরপুরীর মালিক হতে। এই খুশী স্থায়ী থাকা উচিত। এখানে থাকলে তবে আবার ২১ জন্ম সেটা স্থায়ী হয়ে যাবে। অনেককে মনে করাতে থাকবে, তবে নিজেরও স্মরণ বাড়বে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এই অপবিত্র দুনিয়াতে আগুণ লাগবে। তোমরা ব্রাহ্মণদেরই এই খেয়াল আছে - এই সমগ্র দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। সত্যবুঝে এসব কিছুই মনে পড়বে না। এখন হলো অন্ত, তোমরা স্মরণের জন্য পুরুষার্থ করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাষ্পচারের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আন্নাদের পিতা তাঁর আন্না রূপী বাষ্পচারকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারণি:-

১) পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থে আলস্য যেন না আসে। আঙ্গীয় পরিজন সকলের প্রতি করুণা রেখে বোঝাতে হবে, ছেড়ে দিতে নেই।

২) এমন আচরণ করা উচিত নয় যাতে কেউ বলতে পারে ইনি তো মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। দয়ালু হয়ে সকলের কল্যাণ করতে হবে আর সমস্ত খেয়াল ত্যাগ করে এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে।

বরদানঃ- সত্যতা, স্বচ্ছতা আর নির্ভয়তার আধারের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে রমতা যোগী ভব

পরমাত্ম প্রত্যক্ষতার আধার হল সত্যতা আর সত্যতার আধার হলো স্বচ্ছতা বা নির্ভয়তা। যদি কোনও প্রকারের অস্বচ্ছতা অর্থাৎ সত্যতা আর স্বচ্ছতার ঘাটতি থাকে বা নিজেরই তমোগুণী সংস্কারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে, সংস্কার মেলানোতে বা বিশ্ব সেবার ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তকে সিদ্ধ করতে ভয় হয় তাহলে প্রত্যক্ষতা হবে না এইজন্য সত্যতা আর নির্ভয়তাকে ধারণ করে এক-ই ধূনে মন্ত্র থাকা রমতা যোগী, সহজ রাজযোগী হও তাহলে সহজেই অন্তিম প্রত্যক্ষতা হবে।

স্লোগানঃ- অসীমের দৃষ্টি, বৃত্তিই হল ইউনিটির আধার, এইজন্য লৌকিক জগতে এসো না।

অব্যক্ত উশারা :- অশরীরী বা বিদেহী স্থিতির অভ্যাস বাড়াও

অশরীরী হওয়া হল ওয়ারলেস সেট। ওয়াইসলেস হওয়াই হল ওয়ারলেস সেটের সেটিং। অল্পএকটুরও অংশমাত্র বিকার, ওয়ারলেস সেটকে বেকার করে দেবে, এইজন্য এখন কর্মবন্ধনী থেকে কর্মযোগী হও। অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত এক বাবার সম্বন্ধে থাকো তাহলে সদা এভারেডি থাকবে। চেক করো- নিজের মধ্যে কোনও বিকার লুকিয়ে নেই তো?

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;